ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনের মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্দোলন বা বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় - সেগুলি হলো দুর্বল অর্থনীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা, দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। চ্যালেঞ্জসমূহ থাকা সত্ত্বেও কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা - আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার, খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের তিনটি মূল লক্ষ্য দাঁড়ায়: বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি টিআইবি পর্যবেক্ষণ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ এক কৌশলগত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত রাখা হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ (১৮ নভেম্বর ২০২৪) করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সংস্কার এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে- বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা; বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সীমাদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা। এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো-বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার; সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম; রাষ্ট্রীয়/সরকারি বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; এবং রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া / চূড়ান্ত); সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণায় আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের সময় (রেফারেন্স পিরিয়ড) ছিল কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে এক বছর (২০২৪ এর ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ এর ৪ আগস্ট পর্যন্ত)।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো: জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার, আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার (জনপ্রশাসন ও বিচার বিভাগ), জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন, রাষ্ট্রীয়/সরকারি কার্যক্রম - আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, আর্থিক খাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ, অর্থপাচার রোধ এবং প্রধান প্রধান অংশীজন তথা রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমসহ সেনাবাহিনী ভূমিকা।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার বিগত এক বছরে বহুমুখি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচায়ক। সংস্কার কমিশনগুলোর আশু করণীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো অগ্রগতির তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পতিত, কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র প্রবণতা (পিক এন্ড চুজ) দৃশ্যমান। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনে সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করার ফলে সরকারের ওপর বিভিন্ন অংশীজনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা, প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারে দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা যার অন্যতম প্রতিফলন। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও একইসাথে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পুলিশ-প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়, এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ ভেতর থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ফলে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়নি। নিজস্ব এজেন্ডাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যা গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি - দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তথ্য প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়। এক বছরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র সংস্কারের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে বেশিরভাগ বিষয়ে বড় দল ও সহযোগীদের ভিন্নমত "নোট অব ডিসেন্ট"-সাপেক্ষে জুলাই সনদে ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃত্ববাদী চর্চা বাস্তবে প্রতিহত করা সম্ভব হবে, এমন প্রত্যাশার পথ দুরূহ। অন্যদিকে, ঐকমত্য অর্জিত সংস্কার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সুনির্দিষ্ট পথরেখা কিভাবে নিশ্চিত হবে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে সংস্কারের প্রত্যাশা পদদলিত হওয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ৭: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছরে সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ৮: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন।

এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****